মাসিক পানি পরিক্রমা

(MASIK PANI PARIKROMA)

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাসিক মুখপত্র]

অক্টোবর - নভেম্বর ২০১৬ খ্রিঃ, আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির ৩৯ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ২ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ পানি ও বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সমিতির ৩৯ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, আমাদের এবারকার সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো *"ভিশন ২০২১ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবার অভিযাত্রায় পানি ও বিদ্যুৎ সেক্টরের প্রস্তুতি"*। মন্ত্রী আরও বলেন, ভিশন ২০২১ অনুযায়ী স্বাধীনতা অর্জনের ৫০ বছর পূর্তিতে ২০২১ সালে বাংলাদেশ প্রযুক্তি নির্ভর মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। সে লক্ষ্য অর্জনে আমরা কি প্রস্তুত! তার হিসাব-নিকাশ এখনই করে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছাবার জন্য পানি ও বিদ্যুৎ সেক্টরে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, সে অনুযায়ী আমাদেরকে এগুতে হবে। তিনি আরও বলেন বিদ্যুৎ মানুষকে কর্মসংস্থান ও ভাগ্য পরিবর্তনের সুযোগ এনে দেয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন যত হবে, দেশের উৎপাদন, ছোট বড় কুটির শিল্প স্থাপন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান তত বৃদ্ধি পাবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পানি সম্পদের উন্নয়ন, কৃষিখাত ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ও প্রান্তিক পর্যায়ে বিপুল গ্রামীণ দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যা দেশের দারিদ্র বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের এ অর্জনের পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার VISION 2021 বা রূপকল্প-২০২১; অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার দিকে ক্রমাগত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ হাসিনা আমাদের মাঝে স্বপ্ন উপহার দিয়েছেন। তিনি বাঙ্গালীকে আবার নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছেন এবং সে স্বপ্নকে তিনি ধাপে ধাপে পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করছেন। আর তা বাস্তবায়নে আমাদের অংশগ্রহণই হবে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক ইনস্টিটিউশন অফ ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী কবীর আহমেদ ভূঞা, আইইবির সম্মানী সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুস সবুর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক প্রকৌশলী মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ, ডিপিডিসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ নজরুল হাসান ও ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শহীদ সারোয়ারসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ডিপিডিসি ও ডেসকোর প্রকৌশলীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের গুণগত মান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে হবে – পানি সম্পদ মন্ত্রী

মত বিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উদ্যোগে প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ে বোর্ডের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও বোর্ডের কর্মকর্তাগণের মধ্যে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারগণের কর্মকান্ড উপস্থাপন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ।

মত বিনিময় সভায় মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়নমূলক কাজসমূহ সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারগণ। তাঁদের ঐকান্তিক চেষ্টা ও একাগ্রতায় অনেক জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে, তাই পানি উন্নয়ন বোর্ডের এ কৃতিত্বের অংশীদার পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঠিকাদারগণও। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে নতুন নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিকাদারগণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন, মন্ত্রী তাঁদের কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন। তিনি প্রকল্পসমূহের সকল গুণগতমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করার জন্য ঠিকাদারগণের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিন, প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান মনিটরিংসহ সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ এবং বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

লেখা আহ্বান

পানি সম্পদ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদীর ইতিহাস ও নদী শাসন প্রতিবেশগত ভারসাম্যতা (Ecological Balance), সেচ ব্যবস্থা সুবিধাভোগী এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণমূলক ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে আপনার সচিত্র লেখাটি আপনার একটি স্ট্যাম্প সাইজ ছবিসহ আজই অনুগ্রহপূর্বক পাঠিয়ে দিন।

নির্বাহী সম্পাদক
মাসিক পানি পরিক্রমা

প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করার কৃতিত্বের অংশীদার বোর্ডের প্রকৌশলীগণ- পানি সম্পদ মন্ত্রী

মাসিক এডিপি সভায় বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। সভায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ এবং উক্ত সময়ের জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরা হয় এবং ড্রেজিং কার্যক্রমের উপরও আলোচনা হয়। এছাড়াও ই-টেন্ডারিং কার্যক্রমের উপর বিস্তারিত আলোচনাসহ সেচ কার্যক্রম ও সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির বিবরণ তুলে ধরা হয়।

সভায় প্রকল্প পরিচালকগণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ দেন। তাঁরা জানান ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিতে ৬০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বাস্তবায়নাধীন ৬০টি প্রকল্পের মধ্যে ১৯টি রয়েছে ঢাকা, কুমিল্লা, সিলেট ও চট্টগ্রাম নিয়ে গঠিত পূর্ব রিজিয়নে ও ২৬টি রয়েছে ফরিদপুর, বরিশাল, খুলনা, রংপুর ও রাজশাহী অঞ্চল নিয়ে গঠিত পশ্চিম রিজিয়নে এবং অবশিষ্ট ১৫টি রয়েছে বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট কারিগরী সহয়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্প।

প্রকল্প পরিচালকগণ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ৪০ কিলোমিটার নদী ড্রেজিং সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের লুপকাটসহ ১৫ কিলোমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পানি ভবনের ১২ তলার মধ্যে ৯ তলা নির্মাণ সম্ভব হবে। সভায় জানানো হয় বোর্ডের চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম এর মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার বেমালিয়া নদী পুনঃখনন, কালনী নদী ড্রেজিং (২য় পর্যায়), কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, তুরাগ নদী ড্রেজিং (বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প), আড়িয়াল খাঁ নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, জিকে প্রকল্পের পাম্প হাউজ ইনটেক, হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ, রক্তি নদী খনন, কিশোরগঞ্জের হাটুরিয়া খাল পুনরুদ্ধার প্রকল্প এবং ঢাকা জেলাধীন দোহার উপজেলার নাসিরাবাজার এলাকায় পদ্মা নদী খনন কাজ ।

সভায় অভহিত করা হয় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাপাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পসমূহে ৩টি মৌসুমে ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। মন্ত্রী প্রকল্প পরিচালকদের কথা ধৈর্য্য সহকারে শোনেন, তিনি বলেন প্রকল্পের কাজ সুষ্ঠভাবে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে পারা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কৃতিত্ব এবং এর অংশীদার পানি উন্নয়ন বোর্ডের সর্বস্তরের প্রকৌশলীগণ। তিনি বর্ষা মৌসুমের পূর্বে সকল প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ করার জন্য জোর তাগিদ দেন। সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর-প্রতীক, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. জাফর আহমেদ খান, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিন, প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান মনিটরিংসহ সকল জোনের প্রধান প্রকৌশলীগণ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এর সাথে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করছেন ভারতীয় প্রতিনিধি দল

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সভাকক্ষে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন পানি সম্পদ মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ। মন্ত্রীর সাথে আলাপচারিতায় প্রতিনিধিদল জানান, বাংলাদেশের সাথে ভারতের সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক রয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে ভারত বাংলাদেশকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানে সদা প্রস্তুত রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে আগ্রহী। সভায় পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বীর প্রতীক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর, বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মোঃ জাহিদ হোসেন জাহাঙ্গীর, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান. অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিন, প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান মনিটরিং এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্ধর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

Completion of Water Management Improvement Project (WMIP) শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ২৩ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে Completion of Water Management Improvement Project (WMIP) শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মহাপরিচালক বলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্যক্রম শহর বন্দর গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত। ষাটের দশক থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ১২০০ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জনগণের আবাসভূমি ও চাষযোগ্য জমিকে নিরাপদ রাখার গুরু দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে কর্মকান্ড নিয়ে আজও অবিচল গতিধারায় উহার কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। সিডর, আইলা ও রোয়ানুর মত ভয়াবহ দুর্যোগ এসে বারবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাজানো সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। ঝড় ঝাপটা পেরিয়ে যাবার পর আবার শুরু হয় গড়ার পালা। নতুন উদ্যমে প্রকৌশলীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে আবার বেড়িবাঁধ মেরামত করে গড়ে তোলেন নিরাপদ আবাসযোগ্য ভূমি। তিনি বলেন, জনগণের ভাগ্য উন্নয়নে প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়েছে, ফলে এ অঞ্চলের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অবদান অনস্বীকার্য। সভায় অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) মোঃ আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ.কে.এম মমতাজ উদ্দিনসহ প্রকল্প পরিচালক WMIP, বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাপাউবোর বিভিন্ন জোনের প্রধান প্রকৌশলীসহ মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানি সম্পদ ও পানি সমস্যা

কে, এম, আনোয়ার হোসেন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, বাপাউবো প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
ভাগ্যকুল, মুন্সীগঞ্জ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনৈতিক, সামাজিক, যোগাযোগ, মৎস্য ও কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নে নদীর ভূমিকা অপরিসীম। ইতিহাস হতে দেখা যায় যে, নদীকে ঘিরে প্রাচীন সভ্যতা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য নদ-নদী প্রাকৃতিকভাবে বিন্যস্তঃ হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। যাহা মানুষের দেহের রক্তের শিরা-উপশিরার মতো। এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান নদীগুলোর মধ্যে ভৈরব, কপোতাক্ষ, মধুমতি, চিত্রা, নবগঙ্গাঁ, রূপসা, ভদ্রা, সালতা, বেতনা, খোলপেটুয়া, গাংরাইল, আঠারোবাকি, বিশ্বনু, মংলা-ঘষিয়াখালী, বলেশ্বর, হরি, হরিহর, মুক্তেশ্বরী, মরিচ্চাপ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, বাপাউবো, খুলনার আওতায় উপকূলীয় খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলায় বর্তমানে প্রায় ৪৮টি উপকূলীয় পোল্ডার বিদ্যমান। প্রতিটি পোল্ডারের আয়তন ১২১৫ হেক্টর হতে ৫৫,৪৬৬ হেক্টরের মধ্যে। পঞ্চাশ দশকে এসব এলাকায় উপকূলীয় কোন পোল্ডার ছিল না। তখন প্রতিদিন দু'বার জোয়ারে উক্ত এলাকা প্লাবিত হতো এবং লবণাক্ততা ও জোয়ার ভাটার কারণে কৃষি উৎপাদন, জনবসতি, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ছিল না বলা যায়। পরবর্তিতে এই সকল সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপকূলীয় পোল্ডারসমূহ নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। এই সকল পোল্ডারসমূহ অধিকাংশ ষাটের দশকে এবং কিছু সংখ্যক আশির দশকে নির্মাণ করা হয়। পোল্ডার নির্মাণের ফলে এলাকায় জোয়ারের পানি প্রবেশ, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। ফলে পোল্ডার অভ্যন্তরে জনবসতি, কৃষি উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয় এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। পোল্ডারসমূহের কার্যকারীতার মূল চালিকা শক্তি পোল্ডার সংলগ্ন নদ-নদী সমূহের প্রবাহ সচল রাখা। পোল্ডার নির্মাণকালীন সময়ে গঙ্গাঁ বা পদ্মার পানি প্রবাহ সন্তোষজনক ছিল বিধায় নদ-নদী সচল ও প্রবাহমান থাকায় নির্মিত পোল্ডারসমূহ কার্যকর ছিল এবং স্থানীয় জনগণের উপকারে আসে। পরবর্তীতে শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গাঁ বা পদ্মার পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে বিন্যস্তঃ নদ-নদীতে উজানের পানি প্রবাহ আশংকাজনক হারে কমে যায়। ফলে পদ্মা হতে উৎপন্ন নদ-নদীর মুখ ভরাট হয়ে ভাটিতে পানি প্রবাহ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় উজানের নদ-নদী সমূহের অস্তিত্বঃ বিপন্ন হতে থাকে এবং ভাটিতে জোয়ারের সাথে আসা বিপুল পরিমান পলি নদীতে অবক্ষেপনের ফলে নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আমরা জানি গঙ্গাঁ, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা অববাহিকা হতে প্রচুর পরিমান পলি প্রবাহিত হয়ে মেঘনা মোহনায় ও হুগলী নদীর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। ফলে চট্টগ্রাম হতে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র উপকূলে প্রচুর পরিমানে পলি বিদ্যমান থাকে। যেমনঃ চলতি বর্ষা মৌসুমে হরিহর নদীতে পলির ঘনত্ব ১৬৬৩৭ মিগ্রাঃ/লিঃ পাওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে ইহার পরিমান আরো কয়েকগুন বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতি বছর জোয়ারে প্রায় কয়েক মিলিয়ন ঘন মিটার পলি উপকূল হতে উজানে প্রবেশ করে নদীসমূহে অবক্ষেপন হয়। প্রাকৃতিকভাবে নদ-নদীর বিন্যাস বিলুপ্ত হতে থাকে। পোল্ডার সংলগ্ন নদ-নদী পলি ভরাটের কারণে পানি প্রবাহ না থাকায় পোল্ডারের স্লুইচ গেইটে পলি জমে পোল্ডারসমূহ সার্বিকভাবে অকার্যকর হয়ে পড়ে। উজানের প্রবাহ না থাকায় ইতোমধ্যে অনেক নদী মরে গেছে এবং যাচ্ছে। নদীতে মিঠা পানি না থাকায় সেচের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনে কৃষকের বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে; মৎস্যজীবী অথবা পানির উপর নির্ভরশীল লাখো মানুষ পেশা হারাচ্ছে। যে কারিগরী বিষয়সমূহ বিবেচনায় অতীতে পোল্ডার নির্মিত হয়েছে; সময়ের বিবর্তনে তার ব্যত্যয় ঘটায় অর্থাৎ নদীসমূহের প্রবাহ লোপ পাওয়ায় পোল্ডারসমূহ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। পোল্ডারের কার্যকারিতা লোপ পাওয়ায় পোল্ডার অভ্যন্তরে বৃষ্টির পানি জমে নিম্নাঞ্চলে আশংকাজনক জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। নদী ভরাট ও স্লুইচ গেইট অকার্যকর হয়ে পড়ায় পোল্ডার অভ্যন্তরে বর্ষা মৌসুমে জমে থাকা বৃষ্টির পানি অপসারণ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে পোল্ডার অভ্যন্তরে অধিকাংশ নিচু এলাকা প্রায় সারা বছর পানিতে তলিয়ে থাকে।

পোল্ডার অভ্যন্তরে বিদ্যমান মৎস্য ঘের আরেক বিষ ফোঁড়া। পোল্ডার অভ্যন্তরে মৎস্য ঘের থাকায় বাঁধ কেটে বা পাইপ ঢুকিয়ে জোয়ারের লোনা পানি পোল্ডার অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর ফলে বেড়ি বাঁধসমূহ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অসংখ্য মৎস্য ঘেরের আইল ও অপরিকল্পিত ছোট ছোট কালভার্টের কারণে পোল্ডার অভ্যন্তরে নিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট নানাবিধ কারণে বহু বছর পূর্বে নির্মিত পোল্ডারসমূহ বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। বাঁধ দুর্বল, স্লুইচ অকার্যকর, ভেতরে জলাবদ্ধতা, অপরদিকে জলবায়ুর প্রভাবে জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাবস্যা ও পূর্নিমায় বাঁধ উপচিয়ে, ঢেউয়ের আঘাতে বাঁধ ভেঙ্গে জোয়ারের পানি পোল্ডার অভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে লোনা পানিতে সর্বস্ব গ্রাস করে। পোল্ডার অভ্যন্তরে বসবাসরত মানুষের দূর্ভোগের সীমা থাকে না। যা' নিত্যনৈমত্তিক ঘটনা। বিশেষতঃ বর্ষা মৌসুমে অত্যাধিক বৃষ্টিপাত, ঝড়, সাইক্লোন ও জোয়ারের তীব্রতার কারণে সমস্যা আরো প্রকটতর হয়। স্থানীয় জনগণ জলাবদ্ধ পানির মধ্যে মানবেতর জীবন-যাপন করে। এই সকল কারণে উক্ত এলাকার পোল্ডাসমূহে বারো মাস আপদকালিন জরুরী কাজ করতে হয়। প্রতিদিন দু'বার জোয়ার ভাটায় বেড়ি বাঁধের উপর পানির বারংবার চাপ ও লাগাতর আদ্রতায় বাঁধ ক্ষয়ের পরিমান অন্যান্য এলাকার চেয়ে বেশী। তা'ছাড়া সুন্দরবন এলাকা বিধায় নির্মিত বাঁধের মাটির গুনগত মান খুবই খারাপ কারণ এই মাটিতে অর্গেনিক ক্লের পরিমান বেশী যা' বার বার পানির সংস্পর্শে গলে গড়িয়ে পড়ে। ফলে বেড়ি বাঁধের ক্ষয় অন্যান্য এলাকা হতে বেশী। অত্র জোয়ার ভাটার এলাকায় বেড়ি বাঁধের সকল বহিঃ ঢালে প্রতিরক্ষা কাজ করা বাধ্যতামূলক থাকা উচিত। বাঁধের এই অতিরিক্ত ক্ষয়প্রাপ্ততার কারণে প্রায় সারা বছর ঝুঁকিপূর্ণ অংশে আপদকালীন জরুরী কাজ বা বিকল্প বাঁধ নির্মাণ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

ক্রমশঃ

SDG-6, APA, জাতীয় শুদ্ধাচার এবং অটিজম বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখছেন বাপাউবো মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ১৯ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে ২(দুই) দিন ব্যাপী SDG-6, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার এবং অটিজম বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে বোর্ডের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে সভাপতিত্ব করেন বাপাউবো'র মহাপরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর। প্রশিক্ষণ কোর্সে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন মোঃ আব্দুর রহমান আকন্দ।

প্রধান পরিকল্পনা, খন্দকার খালেকুজ্জামান SDG-6 এর উপর মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ডঃ শ্যামল চন্দ্র, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান পরিকল্পনা এর দপ্তর SDG-6 এর কর্মপরিকল্পনার উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে APA এর ফোকাল কর্মকর্তা মোঃ আনোয়ারুজ্জামান, পরিচালক (অর্থনীতি) বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে এক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কোর্স এর দ্বিতীয় দিন ২০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখ, বোর্ডের সচিব আব্দুল খালেক নৈতিকতা ও শুদ্ধাচার বিষয়ের উপর পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। দ্বিতীয় পর্বে অটিজমের উপর পরিচালক (হিসাব) মোঃ জাকির হোসেন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্স এর শেষ পর্বে অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) এর সভাপতিত্বে এক প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। বোর্ডের মহাপরিচালকসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের বিভিন্ন উপদেশমূলক নির্দেশনা অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে পরবর্তীতে এ ধরণের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অব্যাহত রাখার প্রত্যয় নিয়ে দ্বিতীয় দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

প্রশিক্ষণ কোর্সে বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) সৈয়দ মোঃ তাজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) মোঃ শহীদুল হক ভূঁঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিয়ন) আব্দুল হাই বাকী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিয়ন) এ,কে,এম মমতাজ উদ্দিন, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমানসহ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন

অভয়নগর -মনিরামপুর-কেশবপুর-ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

গণশুনানিতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী অনিসুল ইসলাম মাহমুদ

পানি পরিক্রমা প্রতিবেদক: গত ১৯ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ, রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি কর্তৃক অভয়নগর-মনিরামপুর-কেশবপুর-ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা নিরসনে সরকারি পদক্ষেপ ও জনগণের দাবি শীর্ষক গণশুনানির আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী অনিসুল ইসলাম মাহমুদ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, টিআরএম আগামী মৌসুমে হবে। তবে এখন যা যা করা দরকার তা করা হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, মাঘী পূর্ণিমার আগে আপনারা একটা বাঁধের কথা বলেছেন, আমি করে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করবো, আমি মনিটরিংও করবো।

স্লুইসগেটের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্লুইসগেটের কাছে জমে থাকা পলি দুই তিন বছর পর পর অপসারণ করতে হয়, তারও ব্যবস্থা নেয়া হবে, তবে টিআরএম স্থায়ী সমাধান নয়। আমাদের অন্য কিছু উদ্ভাবন করতে হবে। টিআরএম সাময়িক সমাধান মাত্র। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সমস্যা সমাধানের জন্য গঙ্গা বাঁধ নির্মাণের কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, গঙ্গা বাঁধ করতে পারলে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জন্য একটা সমাধান করা সম্ভব হবে। ফসল, মাছসহ সব দিক দিয়ে এ এলাকার মানুষ সমৃদ্ধ হবে।

সভায় আলোচনা করেন, পানি উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা) মোঃ মাহফুজুর রহমান, ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট, বুয়েট এর অধ্যাপক ড. এম শাহজাহান মন্ডল ও অভয়নগরের ৪ নং পায়রা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ দত্ত।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ইসমাত আরা সাদেক। গণশুনানিতে সভাপতিত্ব করেন, এএলআরডি এর নির্বাহী পরিচালক শামসুল হুদা। ভবদহ অঞ্চলের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে জনগণের ভাবনা উপস্থাপন করেন ভবদহ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আ. মোতালেব সরদার। সঞ্চালনায় ছিলেন বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতির নির্বাহী পরিচালক সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, জনসংযোগ পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত

সম্পাদক : মোঃ আক্তারুজ্জামান, পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা খান, উপ-পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
ফোন : ৮৮-০২-৯৫১২০৩০, ইমেইল : dir.pr@bwdb.gov.bd ওয়েবসাইট- www.bwdb.gov.bd